Indian Digital Private
E-magazine Exclusive
For Art & Culture
Summer Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.
Triannual e-magazine on Art & Culture

July 05, 2026 - Vol. 1, ISSUE-1
Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

রামকিঙ্কর: বর্ষার ফসল

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দেশ-বিদেশের যেসব শিল্পীকে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, তাদের মধ্যে রামকিঙ্কর একজন। আমি এখানে তার সম্পর্কে এবং তার শিল্প নিয়ে আমার নিজস্ব ভাবনা লিখছি। এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মতামত। কেউ এর সঙ্গে একমত হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন।

একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার দৃঢ় সরলতা এবং ভেতরের গভীর সততা—যার মাধ্যমে তিনি কোনো ভান ছাড়াই নিজের অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। তার শিল্পীসত্তার এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে তাঁর আঁকায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর অধিকাংশ আঁকায় দেখা যায়, তিনি যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কোমলতা, সূক্ষ্মতা বা ঝুঁকি এড়িয়ে চলেছেন। নরম, মসৃণ, প্রবাহমান রেখার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন শক্ত, ভাঙা রেখা—যা একটির ওপর আরেকটি পড়ে খুব সীমিত জায়গার মধ্যে গড়ে উঠেছে। যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কোমলতা নয়, বরং ভর ও শক্তির প্রকাশ ঘটানো। তাই তাঁর নগ্ননারীচিত্রগুলিও সেই ভঙ্গিমাতেই নির্মিত।

মনে হয়, এই শক্ত রেখার প্রতিটি আঁচড়ে তিনি যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন। যেন এই আঁকাগুলির মূল উদ্দেশ্য কবিতা সৃষ্টি করা নয়, বরং শূন্য স্থানে একটি বস্তুর অবস্থানকে জোরালোভাবে ঘোষণা করা।

আমার মনে হয়, এই পৌরুষদীপ্ত শক্তি তাঁর মধ্যে জন্মগতভাবেই ছিল। তিনি একজন নাপিত-সাঁওতাল পরিবারের সন্তান ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সামাজিক অবস্থান ছিল নিম্নস্তরের। শৈশবেই দারিদ্র্যের কারণে তাকে রাস্তার ধারে বড় কোনো গাছের নিচে বসে নাপিতের কাজ করতে হতো—যদি কোনো পথচারীর দাড়ি কামিয়ে কিছু উপার্জন করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তিনি বসে থাকতেন। তখন তিনি সেই গাছের গায়ে খোদাই করে ছবি আঁকতেন।

সেই গাছের গায়ে আঁকা ছবিগুলোই ছিল তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূজার জন্য দুর্গা প্রতিমা তৈরি করা কুমোরদের কাজে সাহায্য করতে শুরু করেন। পরে নিজেই প্রতিমা তৈরি করতে থাকেন এবং বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে সুনাম অর্জন করেন।

সেই গ্রামের মানুষদের মধ্যে ছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি রামকিঙ্করের কথা শুনে একদিন তাঁকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যান এবং তার সম্পর্কে জানান। কোনো বিলম্ব না করে তাঁকে নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে কলাভবনে ভর্তি করা হয়।

এভাবেই তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার পথচলা শুরু হয়।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল একজন মানুষকে নান্দনিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তোলা। এই লক্ষ্য পূরণ করতে শিক্ষাদান পদ্ধতি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতির মাঝে, খোলা আকাশের নিচে, গাছের তলায় বসে শিক্ষা গ্রহণ—এই ছিল সেখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition
SMS VIEWS
Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India
Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

তবে এই পদ্ধতি ছিল প্রচলিত চাকরিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করেনি। মূলত সাংস্কৃতিক ও আর্থিকভাবে উন্নত বাঙালি সমাজের একটি অংশই তাদের সন্তানদের শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠাত।
এই দিক থেকে রামকিঙ্কর ছিলেন এক ব্যতিক্রমী ছাত্র।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ছিল ভদ্র, সংযত এবং উপনিষদের দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত। কলাভবনে শিল্পচর্চাও সেই ধারাতেই চলত। সেখানে প্রধানত প্রাচ্যশৈলীর শিল্প শেখানো হতো—যেখানে কোমলতা, সূক্ষ্ম রঙের ভিন্নতা এবং মৃদু ছন্দময় রেখার ব্যবহার দেখা যায়।

রামকিঙ্কর সেই শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হলেও, সম্ভবত তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি সেই পরিশীলিত ধারা থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন নিজের মাটির শিল্পী—প্রকৃত অর্থে মাটির সন্তান।
বীরভূম ও শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি—তার বিস্তীর্ণ ভূমি, লাল মাটি, খোয়াইয়ের উঁচুনিচু প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, গ্রামজীবন—এসবই ছিল তার সৃষ্টির প্রধান বিষয়।

এই **স্বাভাবিক, অনাঘ্রাত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে** তাঁর **শিল্প**-শৈলী হয়ে ওঠে রুক্ষ ও গ্রাম্য, যা শান্তিনিকেতনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে মিলত না।

তিনি তেলরঙে ক্যানভাসে ছবি আঁকা শুরু করেন নিজের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য। নগ্নচিত্রও তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। এসব বিষয় নিয়ে কলাভবনের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে তাঁর কিছু মতভেদ তৈরি হয় এবং তাঁর সঙ্গে নন্দলাল বসুর সম্পর্কেও টানাপোড়েন দেখা দেয়।

তাঁর ভাস্কর্যগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, সেগুলো যেন মানুষের তৈরি নয়—প্রকৃতিরই সৃষ্টি। ভাঙা ডাল বা প্রাকৃতিক ক্ষয়ের ফলে গড়ে ওঠা মাটির ঢিবির মতো। তিনি সিমেন্ট ও নুড়ি পাথর মিশিয়ে এই ভাস্কর্য তৈরি করতেন এবং সেগুলোর আকৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখতেন।

কলাভবনের প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে স্থাপন করলে সেগুলো প্রকৃতিরই অংশ বলে মনে হতো—যেন মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই অর্থে এগুলো পরিবেশভিত্তিক ভাস্কর্যের এক অনন্য উদাহরণ।
'সুজাতা' ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়। গাছের মধ্যে স্থাপন করলে সেটি যেন গাছের কাণ্ডেরই অংশ মনে হয়।

রামকিঙ্কর সর্বদা তাঁর শিল্পকে প্রকৃতির মতো করে তুলতে চেয়েছেন—যেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, কোনো পরিশীলনের ভান নেই, তথাকথিত নিখুঁততার চেষ্টা নেই। এটাই তাঁর মৌলিকতা, এটাই তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয়।
তাঁর এই অপ্রচলিত কাজের ধারা তাকে আর্থিক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। বহুবার তাঁর কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাকে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে—কিন্তু তিনি কখনো আপস করেননি। তাঁর জীবনযাপনও ছিল প্রচলিত মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। শান্তিনিকেতনের অনেক অভিজাত মানুষ তাকে ভুল বুঝতেন। এমনকি তাঁর শিক্ষকও সবসময় তাকে সমর্থন করেননি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। তিনি রামকিঙ্কর এর সৃষ্টিশীলতার গভীরতা ও জীবনবোধ উপলব্ধি করেছিলেন। সব বাধা উপেক্ষা করে সৃষ্টির পথে এগিয়ে যেতে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

'SMS' আর্ট অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার অজানা গল্প

পূজা সরকার

আমি পূজা সরকার — কলকাতার একজন মাল্টিডিসিপ্লিনারি কনটেম্পোরারি শিল্পী, কিউরেটর এবং সাংস্কৃতিক কর্মী। আমার শিল্পচর্চা গভীরভাবে আত্মজৈবনিক ও সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত, এবং সেই চর্চাই স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়েছে **'SMS'**—একটি শিল্পকলা ও সমাজ-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের পাশাপাশি আমি **'ভালবাসা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'** (একটি অলাভজনক সংস্থা)-র সহ-প্রতিষ্ঠাতাও।

'SMS'-এর ভিত্তি কোনো বিশেষ সুবিধা বা প্রাচুর্য থেকে জন্ম নেয়নি; এটি জন্ম নিয়েছে সংগ্রাম থেকে। মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পথে একজন তরুণ শিল্পী ও ছাত্রী হিসেবে আমি জীবনের এক অনিশ্চিত মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্বপ্ন ছিল অসংখ্য, কিন্তু চারপাশে ছিল প্রত্যাখ্যান, এক্সপোজার না পাওয়া এবং নিরন্তর সংশয়। আমার কাছে কোনো আর্থিক সংস্থান ছিল না, ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন বা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-পরিসরে প্রবেশের সুযোগ। বহু নবীন শিল্পীর মতো আমিও খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলাম যে, শিল্পজগতে টিকে থাকার জন্য শুধুমাত্র প্রতিভা যথেষ্ট নয়। এই উপলব্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ছিল না—এটি ছিল বৃহত্তর এক বাস্তবতার প্রতিফলন। আমি দেখেছি, আমার চারপাশের বহু প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী ধীরে ধীরে তাদের স্বপ্ন ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, শুধুমাত্র সুযোগ, দিকনির্দেশনা ও

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

এক্সপোজার–এর অভাবে। এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে আমি এর জবাব দিতে চেয়েছিলাম। নিজের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজতে থাকা এক কিশোরী হিসেবে আমি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম-এর কল্পনা করতে শুরু করি—যেটি আমি নিজে কখনও পাইনি, অথচ যার গভীরভাবে প্রয়োজন ছিল। এমন একটি জায়গা, যেখানে শিল্পীরা এক্সপোজার পাবেন, সমর্থন পাবেন এবং উৎসাহিত হবেন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিই আমাকে অনুপ্রাণিত করে 'SMS' গড়ে তুলতে—একটি এমন প্ল্যাটফর্ম, যা সৃজনশীলতাকে সমাজ-সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত করবে এবং নবীন শিল্পীদের জন্য সুযোগ, পরিচিতি ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র তৈরি করবে। সেই স্বপ্নই আজ 'SMS' গ্রুপ।

শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। আমি ছিলাম অল্পবয়সী, আর আমার ভাবনাগুলোকে অনেকেই অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতেন। সমালোচনা, নিরুৎসাহ এবং অপমান—সবই আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। অনেকেই আমার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আবার কেউ কেউ আমার স্বপ্নকে গুরুত্বই দেননি। অনেকে আমার মনোবল ভেঙে দিতে হাসাহাসিও করেছেন; কিন্তু হাজারো চেষ্টার পরও তারা সফল হননি। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে শক্তভাবে ধরে রেখেছিলাম। একজন ছাত্রী হিসেবে আমি বুঝতাম, আমার চিন্তাভাবনা ছিল প্রচলিত ধারণার বাইরে—তাই সমাজের পক্ষে তা সহজে বিশ্বাস করা, গ্রহণ করা বা বোঝা কঠিন ছিল। এই যাত্রাপথে আমি অসংখ্য অপমানের সম্মুখীন হয়েছি। কখনও কখনও মনে হয়েছে যেন পুরো পৃথিবী আমার ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙে দিতে চাইছে। কিন্তু আমার ভেতরের কিছু একটা কখনও হার মানতে দেয়নি। আমি নীরব দৃঢ়তায় নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থেকেছি। প্রতিটি প্রত্যাখ্যান, প্রতিটি নেতিবাচক মন্তব্য এবং প্রতিটি বাধাকে আমি শক্তিতে রূপান্তর করেছি। সন্দেহকে করেছি প্রেরণা, আর প্রতিরোধকে করেছি সহনশীলতা। সেই সময় কয়েকজন প্রবীণ শিল্পী আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন—তাদের উৎসাহই ছিল সেই কঠিন সময়ে এগিয়ে চলার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

আমি 'SMS' প্রতিষ্ঠা করি একটি স্পষ্ট এবং দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানে নবীন ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা একসঙ্গে ভাবনা ভাগ করে নিতে পারবেন, স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন এবং একসঙ্গে বিকশিত হতে পারবেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'SMS' শুধুমাত্র একটি শিল্পীগোষ্ঠী হয়ে থাকেনি; এটি পরিণত হয়েছে অন্তর্ভুক্তি, পরামর্শদান, সহযোগিতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক পরিসরে। এটি হয়ে উঠেছে এমন এক প্রাণবন্ত পরিবেশ, যেখানে শিল্প শুধু সৃষ্টি হয় না, বরং ভাগ করে নেওয়া হয়, আলোচনা হয় এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিল্প সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বাস্তবতার সংযোগস্থলে অবস্থান করে। তবুও বহু শিল্পী—বিশেষত মহানগরের বাইরের শিল্পীরা—এক্সপোজার ও স্বীকৃতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। 'SMS'-এর মতো সংগঠনগুলো বিকল্প প্ল্যাটফর্ম, পারস্পরিক সহায়তা এবং প্রতিযোগিতার বাইরেও এক আত্মীয়তার অনুভূতি তৈরি করে এই ব্যবধান দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গত ১৮ বছরে 'SMS' বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, সহযোগিতামূলক কর্মশালা এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন (টক শো)-এর আয়োজন করেছে, যেখানে শিল্পী, কিউরেটর, শিক্ষাবিদ এবং সমাজচিন্তকেরা একত্রিত হয়েছেন। আমরা বড় বড় আর্ট ফেয়ার এবং নির্বাচিত স্পনসর্ড প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমাদের বিস্তৃত শিল্পসংগ্রহ উপস্থাপন করেছি। পাশাপাশি গ্যালারি, প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া হাউস এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে অর্থবহ সহযোগিতা গড়ে তুলেছি, যা শিল্পচর্চা ও মতবিনিময়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় 'SMS'-এর চেতনা শিল্পী সমাজকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ২০২০–২০২১ সালে 'SMS' "EMPATHY" নামে সর্বভারতীয় একটি তহবিল সংগ্রহকারী প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যার মাধ্যমে শিল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পরে সেই অর্থ 'SMS স্কলারশিপ' এবং 'SMS গ্রান্ট' প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়—যা সংকটের সময়ে তাদের মর্যাদা, সহায়তা এবং কাজের ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করেছিল।

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

আমাদের কাজ শুধুমাত্র শিল্পজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সহযোগী সংস্থা 'ভালবাসা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-র মাধ্যমে আমরা সুবিধাবঞ্চিত শিশু, প্রবীণ মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করে আমরা আরোগ্য, ক্ষমতায়ন এবং মানবিক সংযোগের পরিসর তৈরি করতে চাই। শিল্পের বিকাশ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এই দ্বৈত দর্শনই 'SMS'-এর প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করে।

এই দীর্ঘ যাত্রাপথ আমাকে শিখিয়েছে যে, শিল্পীরা যখন সহমর্মিতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হন, তখন তারা শুধু শিল্প সৃষ্টি করেন না—তারা যত্ন, সাহস এবং পরিবর্তনের এক সম্পূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলেন। শিল্পীগোষ্ঠী ও আর্ট অর্গানাইজেশন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা শিল্পকে তার সবচেয়ে মৌলিক সত্য—সমাজ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

আমার কাছে 'SMS' অত্যন্ত ব্যক্তিগত। এটি সেই নিঃসঙ্গতার জবাব, যা আমি একসময় অনুভব করেছিলাম। এটি সেই প্ল্যাটফর্ম, যেটির খোঁজ আমি নিজেই একদিন করেছিলাম। বেঁচে থাকার ব্যক্তিগত সংগ্রাম থেকে শুরু হওয়া এই পথ আজ পরিণত হয়েছে এক সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে—যেখানে সেই সব শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়, যারা এখনও প্রতিযোগিতামূলক ও অনেক সময় অপ্রবেশযোগ্য শিল্পব্যবস্থার মধ্যে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।
আমি এই অজানা গল্পটি ভাগ করে নিচ্ছি কোনো উপসংহার হিসেবে নয়, বরং একটি আহ্বান হিসেবে। প্রতিটি তরুণ শিল্পীর উদ্দেশে, যারা নিজেদের অদৃশ্য, অবহেলিত বা অনিশ্চিত মনে করেন—
তোমাদের স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।
তোমরা নিজের পথ নিজেরাই তৈরি করতে পারো।
তোমরা নিজের প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারো / 'SMS'-এ যুক্ত হতে পারো।
কারণ শিল্প কখনও একাকী অস্তিত্বের জন্য নয়; এটি এক সংলাপ—অন্তরের সত্য এবং সম্মিলিত অভিজ্ঞতার মধ্যে এক সেতুবন্ধন। এটি এমন এক শক্তি, যা জীবন, অনুভূতি এবং মানবতাকে একসূত্রে যুক্ত করে।

ভারতের অন্যান্য শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে আমি একজন নবীন শিল্পী হিসেবে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি আর্ট অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার এই অজানা গল্প শেয়ার করেছি। আমি বিশ্বাস করি, শিল্প শুধুমাত্র নিঃসঙ্গভাবে চর্চা করার বিষয় নয়, বা বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন শিল্পী হিসেবে আমি মনে করি, শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে—সংলাপ, ভাবনা, আর অন্তরের সত্যকে শিল্পের মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, উদযাপন করা এবং বিনিময় করা। সেই শিল্পই আরোগ্য, অজানা গল্প এবং মানবিক সংযোগের এক বিশেষ সেতু হয়ে ওঠে। 'SMS'-এর মাধ্যমে আমি এই অজানা গল্প ভাগ করে অন্য শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করতে চাই—একজন কিশোরী হিসেবে একটি আর্ট কালেক্টিভ/সংগঠন গড়ে তোলার গল্প। শিল্প জীবন, অনুভূতি ও আরোগ্যকে যুক্ত করে—এটি শিল্প ও মানবতার মধ্যে, প্রকাশ ও অস্তিত্বের মধ্যে এক সেতুবন্ধন নির্মাণ করে।

'SMS'-এর জন্ম সংগ্রাম থেকে, কিন্তু তার অস্তিত্ব আশাকে লালন করার জন্য। এটি সেই প্রতিটি শিল্পীর প্রতীক, যারা কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়াই স্বপ্ন দেখার সাহস রাখেন। এটি প্রমাণ করে যে, যখন সৃজনশীলতা ও সহমর্মিতা একত্রিত হয়, তখন শিল্প শুধুমাত্র একটি চর্চা হয়ে থাকে না—এটি হয়ে ওঠে সংযোগ, উদ্দেশ্য এবং পরিবর্তনের এক শক্তিশালী আন্দোলন।

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.
Triannual e-magazine on Art & Culture

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

জন্মশতবর্ষে বীরেন দে – নিও-তান্ত্রিক শিল্পকলার এক অন্যতম অগ্রদূত

শাম্ব পি বিশ্বাস

বীরেন দে (১৯২৬–২০১১) ভারতের একজন প্রখ্যাত আধুনিক চিত্রশিল্পী ছিলেন, যিনি ভারতীয় শিল্পে নব্য-তান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করার জন্য পরিচিত। তিনি আধ্যাত্মিকতা, জ্যামিতি এবং বিমূর্ততাকে একত্রিত করে এমন একটি শৈলী গড়ে তুলেছিলেন, যা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

বীরেন দে ১৯২৬ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বেড়ে ওঠার সময় ভারতীয় শিল্প ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক একাডেমিক ধারার বাইরে এসে আরও দেশীয় ও আধুনিক চিন্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তিনি প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টে প্রথাগত একাডেমিক শিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করেন, পরে বিশ্বের বিভিন্ন আধুনিক শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। এই অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি তাঁকে বাস্তবধর্মী শিল্পচর্চা থেকে বিমূর্ততার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বীরেন দে-র প্রাথমিক কাজগুলি ছিল মানবমূর্তি-ভিত্তিক ও অভিব্যক্তিবাদী, যেখানে মানব সংগ্রাম ও সামাজিক বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়েছিল।

তবে ১৯৬০-এর দশকে তাঁর শৈলীতে বড় পরিবর্তন আসে। তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, তান্ত্রিক দর্শন এবং শক্তি, আলো ও মহাজাগতিক রূপের প্রতীকবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এই পরিবর্তনের ফলে তিনি নিও-তান্ত্রিক শিল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, এবং প্রাচীন তান্ত্রিক প্রতীকের আধুনিক ব্যাখ্যান তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পরসিকেরা পেয়ে থাকেন।

বীরেন দে-র পরিণত পর্বের কাজগুলি সহজেই চেনা যায়—বিকিরণশীল জ্যামিতিক নকশা, বৃত্ত, বিন্দু (বিন্দু), মণ্ডলসদৃশ আকার এবং উজ্জ্বল দীপ্তিময় রঙের ব্যবহারের জন্য, যা আধ্যাত্মিক শক্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাঁর চিত্রগুলি প্রায়ই মহাজাগতিক চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির জাগরণকে প্রকাশ করে এবং মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ককে তুলে ধরে। প্রথাগত তন্ত্রের মতো তাঁর কাজ আচারভিত্তিক ছিল না; বরং তা ছিল দার্শনিক ও ধ্যানমগ্ন, যা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে।

তাঁর কর্মজীবনে শিল্পী দেশ ও বিদেশে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেন। তিনি ভারতসহ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং ললিত কলা আকাদেমির মতো প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কাজ ভারতীয় আধুনিক শিল্পকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে-এই কথা বলাই বাহুল্য। বীরেন দে ভারতীয় আধুনিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আজও স্মরণীয়। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর অবদান গুলি হলো-আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিক বিমূর্ততার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করা এবং নিও-তান্ত্রিক শিল্পকে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

তাঁর চিত্রকর্ম আজও দেশের প্রধান প্রধান গ্যালারি ও সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয় এবং সেগুলির শৈল্পিক গভীরতা, ব্যালেন্স, হারমনি ও আধ্যাত্মিক অনুরণনের জন্য প্রশংসিত হয়ে থাকে। বীরেন দে শুধু একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন না—তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী শিল্পী, যিনি চেতনার অদৃশ্য জগতকে দৃশ্যমান রূপে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

তাঁর শিল্প দর্শকদের শুধু দেখার নয়, অনুভব করার আমন্ত্রণ জানায়—অন্তরের নীরবতা ও মহাজাগতিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা সমাহার ছিল তাঁর শিল্পকাজে, যা তাঁর সৃষ্টিকে ক্ল্যাসিকাল মাত্রা দান করেছে ও গভীরভাবে অর্থবহ করে তুলেছে।

 contd...

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

তপস্বী শিল্পী নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার

পুলক দাস

তপস্বী বা সাধক যিনি হন তিনি সাধারণত নিভৃতচারী হন। আমরা সাধক বা তপস্বী বলতে বুঝি যাঁরা অধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করেন এমন মানুষজন। কিন্তু শিল্পী কবি বা সাহিত্যিক বা সৃজনশীল কাজের সাথে যারা যুক্ত তারাও অনেকেই এই ধারার মানুষ হন। শিল্পীরা এক ধরণের সাধকই বটে। আজকের এই সময়ের যে আর্ট প্রাকটিস সেখানে এই শিল্পীদের মধ্যে সাধক বা তপস্বীর মতো এক মনে এক ধ্যানে কাজ করে যাওয়ার মতো বোকামি আর কেউ হয়তো করেনা। গ্যালারি কিউরেটর সব সময় শিল্পীকে বলে তোমাকে আপডেটেড হতে হবে, মানে তুমি শুধু ঘটনা বহুল বর্তমানকে নিয়ে ভাববে, অতীতের ঐতিহ্য বা পারম্পারা তোমার জন্য নয় ---- বর্তমানের যা কিছু তোমাকে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত করে তাই তোমার দেখা উচিৎ। তারা বলে বিশুদ্ধ আনন্দ বলে কিছু হয়না, আনন্দ পাওয়ার জন্য শিল্পচর্চা নয় তার আগে concept note তৈরী করাটা জরুরী!এবং তাকে বোঝাতে হবে সে যেটা ভাবছে সেটাই একমাত্র সত্য, এর বাইরে কিছু হতেই পারেনা.এ এক অদ্ভুত মগজ ধোলাই।

আমার আমি থেকে সরতে সরতে তোমার(গ্যালারি) আমি হয়ে হয়ে ওঠার অসুস্থ প্রতিযোগিতা চারিদিকে চলছে ---

'অন্ধ যারা সব চেয়ে বেশি
চোখে আজ বেশি দেখে তারা।'

এই আবহেই সম্প্রতি প্রদর্শনী হয়ে গেলো বর্ষিয়ান শিল্পী নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার মহাশয়ের। ওনার কাজ দেখতে দেখতে মনে রবীন্দ্রনাথ বেজে ওঠেন ----

'নিশীথ প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা....'

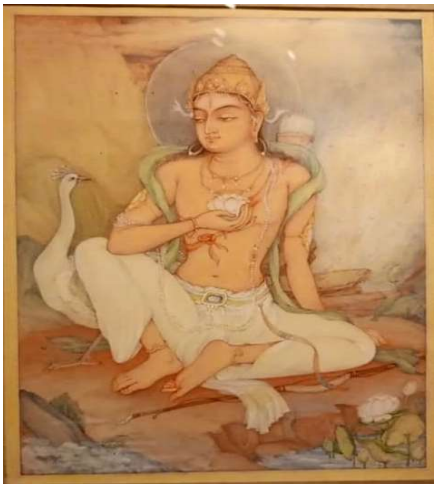

এই একা হয়ে চিত্রপটের সামনে বসেন শিল্পী। এক কর্মযোগী শিল্পী ভক্তিযোগের নিবিড় নীলিমায় ব্যাপ্ত হন.... পারিপার্শ্বিককতা থেকে তখন দূরে,নিজেকে অন্তরালে রেখে বিদ্যা দেবীর জ্ঞান চক্ষুতে তুলি হাতে নীলাঞ্জনের প্রলেপ দেন। তার পরম হংসকে জ্ঞান শুদ্ধতার প্রতিকে রূপায়িত করেন। **সমুদ্র মন্থনের সম্পদ 'শ্রী' বা লক্ষ্মী** তাঁর মনের অতল ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করে উঠে আসেন। অপর দিকে বীর বলভদ্র বাম বহুপাশে প্রেমডোরে আবদ্ধ করে প্রেয়সী রেবতীকে। অপর হাতে কর্ষণকারী নাঙ্গল, বসুধাকে ফলবতী করার আকাঙ্খা বলভদ্রের অঙ্গ জুড়ে। অন্য ছবিতে দেব সেনাপতি কার্তিকেয় অসম্ভব দেহ সুষমা নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে এক নিবিড় স্বর্গীয় অরণ্যে।

আমরা সবাই জানি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল কি প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল এবং আস্তে আস্তে তার বিস্তার কি ভাবে হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার গৌরবজ্জল স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে সর্বক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও তার ঐতিহ্য ও পরম্পারাকে খুঁজতে গিয়ে দেশীয় শিল্পকালার বিকাশ শিল্প গুরু অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রবাহিত হয়। সেই সময় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি হ্যাভল ও অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ভারতীয় শৈলী বিভাগ। ঠাকুর বাড়ির অবন ঠাকুরের একান্ত নিজস্ব শিল্প ভাষা একটা সুদৃঢ় পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে সাধারণের চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। 'দেশের ঠাকুর ফেলি বিদেশের কুকুর পোষার ' সেই যুগে এই শিল্প ধারা এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলো এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

রাজা রবি বার্মার হাতে পৌরাণিক ভারতবর্ষ নব রূপ মাধুরীতে যেমন সেজে ওঠে সেই রকম বাংলায় অবন ঠাকুরের হাত ধরে ভারতবর্ষের পুরাণ, লোক আখ্যান,

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

সাধারণ লোকজীবন এক মায়াবী আলোছায়ার পথে পুনরাবিষ্কৃত হয়। পারবর্তীতে আমরা যত বিশ্ব শিল্পের খোঁজ পেতে শুরু করি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সেই স্বদেশী উদ্দীপনা আস্তে আস্তে অস্তমিত হতে শুরু করলে এবং পশ্চিমা শিল্পও তার কারিগরি, তার দর্শন আমাদের মুগ্ধ করে এবং আমাদের শিল্পচর্চা অন্য দিকে বাঁক নেয়। আর তখন থেকেই এই 'ভারতীয় শৈলী'র এই ধারা প্রশ্নের মুখে পরে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ছত্র ছায়ায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এই ভারতীয় শিল্প ধারাকে এক অন্য আঙ্গিকে আবিষ্কার করেন। তাঁর ছবির পটভূমিতে পুরানের দেব দেবী বীরদের জায়গা ছাড়তে হয় বীরভূমের ভূমিজ সন্তান সাঁওতাল, মুটে মজুর, খোয়াই কোপাই নিয়ে যে বিস্তৃত চরাচর তার কাছে। পরবর্তীতে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে শিল্পী ধীরেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম (১৯২৪-২০১৪) ভারতীয় শৈলীর পৌরাণিক কাহিনী বা বিষয় নির্ভর যে ধারা তাকে এগিয়ে নিয়ে জান এবং সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করা যায় শান্তিনিকেতন কালাভবনের নন্দলাল বসুর পরিবর্তিত যে ধারা তাও গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ভারতীয় শৈলী বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। সেই পুরোনো পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর ধারা এবং নন্দলাল বসু প্রবর্তীত পরিবর্তিত ধারা, এই দুই চর্চাই গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে চলতে থাকে সমান ভাবে। তারই সার্থক উত্তরসূরী আমাদের আলোচ্য শিল্পী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার মহাশয়। ১৯৩২সালে কোচবিহারে জন্ম, ১৯৫৭ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক হন এবং এই প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘ ৩৫ বছর শিল্প শিক্ষক হিসাবে কর্মরত থেকে অবসর নেন। তাঁকে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের অন্যতম শেষ " লিভিং লেজেন্ড " হিসাবে গণ্য করাই যায়। আপন ভুবনে মগ্ন থাকা এই শিল্পীকে আমরা ভুলতেই বসে ছিলাম ---যা বাঙালির স্বভাবজাত। দীর্ঘ আশী বছর যিনি নিবিড় ভাবে চিত্রকলা চর্চার সাথে জড়িত আছেন তাঁকে আমরা কি অবলীলায় ভুলে ছিলাম, ভাবলেই অবাক হতে হয়!

ধন্যবাদ দেবো এই সময়ের আর এক শিল্পী অভিজিৎ সাহা মহাশয়কে। যিনি এই এক্সিবিশনের মূল হোতা। যার জন্য আমরা আজ শ্রদ্ধেয় নরেন বাবুকে ও তাঁর কাজকে নতুন ভাবে দেখার ও ভাবার সুযোগ পেলাম। এই প্রদর্শনীতে আমরা পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর কাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহজ জীবন চর্চার, হাসি-কান্না, উচ্ছাস আনন্দ যেমন দেখি, তেমনি তাঁর প্রতিবাদী সাত্তার যে দিক তাকেও শিল্পী তুলে আনছেন তাঁর চিত্রপটে| আজ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে এই ভারতীয় শিল্প বিভাগটি উন্নাসিকতা আর অবহেলার আবর্তে মৃত প্রায়! হ্যাঁ আর্ট আর না আর্টের কুট তর্ক এই বিভাগটিকে প্রায় অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে ক্ষমাহীন অবহেলায়। আসলে শিল্প শিক্ষার হাতে কলমে শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প ইতিহাস পরম্পরা ও ঐতিহ্যর যে শিক্ষা, যেটাকে থিওরি বলা হয় তা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ছিলোনা দীর্ঘদিন। তাই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার্তা কর্তা দের (যারা প্রধানত ঐ প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করেছেন) ইতিহাস চেতনার অভাব হেতু এই ভারতীয় শৈলী বিভাগ টিকে অনাদরের অন্ধকারের প্রায় ঠেলে দিয়েছে | তর্ক বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু কিন্তু নরেন বাবুর শিল্প সম্ভার দেখতে দেখতে যেমন মন আনন্দে ভরে উঠছিলো তেমনি বেদনা অনুভব করছি এই ভেবে, এই মায়া ভরা তুলির সযত্ন টান, আদর করে বর্ণ প্রলেপ দিয়ে এক দৈবি মায়া সৃষ্টির কারিগরটা আয়ত্ত করার আর কেউ থাকবেনা হয়তো। এই শিক্ষা ধারায় অন্যায়তো কিছু নেই, তবুও এই শৈলীটিকে আমরা প্রায় অবলুপ্তির পথে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বিভাগটি আবার দক্ষ শিক্ষক সহযোগে স্বমর্যাদায় চলমান থাকুক এটাই কামনা করি। সব শেষে প্রণাম জানাই শিল্প চর্চায় মেতে থাকা শ্রদ্ধেয় শিল্পী নরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার মহাশয়কে।

Indian Digital Private E-magazine
Exclusive For Art & Culture
July 05, 2026-Vol. 1, ISSUE-1, Summer Edition

SMS VIEWS
Voices. Visions. Perspectives.

Published by 'SMS' A GROUP OF ARTISTS
(Artistic & Socio-Cultural Organization)
Kolkata, WB, India

Triannual E-magazine| Email: smsarteditorial@gmail.com | Mob: 9475920747|Website: www.smsgroupartist.com

অনুধাবনের মাধ্যমে উপলব্ধি — প্রথম পর্ব

শিলাজিৎ ঘোষ

বর্তমানে, যে কোনো বিষয়কে বোঝার জন্য আমরা সাধারণভাবে বাইরের বাস্তবতা থেকে প্রাপ্ত ও উপলব্ধ ছাপগুলিকেই প্রধানভাবে গুরুত্ব দিই এবং তার উপর নির্ভর করি। এই বাস্তবতাকে আমরা আমাদের শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করি এবং "বিজ্ঞান" নামে পরিচিত যে জ্ঞানব্যবস্থা, তার দ্বারা তা সত্যায়িত হয়।

আবার বিজ্ঞান নিজেই মূলত সেইসব তথ্যকে স্বীকৃতি দেয়, যেগুলি বাহ্যিক জগতের পরীক্ষাগারে শারীরিকভাবে প্রমাণিত, যেগুলি যে কোনো সময় ও স্থানে একই ফলাফলসহ যাচাই করা সম্ভব এবং যা সর্বজনীনভাবে সবার কাছে সমানভাবে প্রতিভাত হয়।

এখন, "অনুধাবন" নামক এই প্রক্রিয়ার বহুস্তর রয়েছে, যেগুলি এর বিভিন্ন দিক বা অস্তিত্বগত অবস্থাকে নির্দেশ করে। অন্তত নির্ভরযোগ্যতা ও নিশ্চিততার বিচারে এগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়—

1. **পরীক্ষণযোগ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান**
2. বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা উপলব্ধ তার নানা ব্যাখ্যা
3. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে অনুমান
4. ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি, যা এখনও সর্বজনস্বীকৃত নিয়মে যাচাই হয়নি
5. আশা
6. অভিপ্রায়
7. কল্পনা

উপরের সবকিছুর বাইরে, আমরা কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু দৃঢ় জ্ঞানে পৌঁছতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিদ্যা ও আধ্যাত্মিকতার মতো পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ও দূরবর্তী দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে, আমরা দুটি সংজ্ঞা বিবেচনা করতে পারি, যেগুলি (ক) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং (খ) মানবসমাজে প্রচলিত প্রধান আধ্যাত্মিক ধারাগুলির দ্বারা উপস্থাপিত—

1. "শক্তিকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না... এর একমাত্র পরিবর্তন হল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর।"
2. "আত্মা বা চেতনার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই... এর একমাত্র পরিবর্তন হল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর।"

এখানে দুটি বিষয় বিবেচ্য—
(১) প্রথম বক্তব্যটি বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেছে, আর দ্বিতীয়টি কোনো এক স্বাধীন মানবমনের ধ্যান ও আত্মচিন্তার মাধ্যমে উপলব্ধ হয়েছে;
(২) এই দুই ধারণার প্রকৃতি ও সাদৃশ্যের ব্যাপ্তি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, শেষ পর্যন্ত তারা একই সত্যের ভিন্ন প্রকাশ।
অতএব, গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘটে চলা প্রতিটি ঘটনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য একটিই— এই সত্যের প্রকাশ ও বিস্তার যে, "মূলত সবকিছুই এক এবং পরস্পর সংযুক্ত", কারণ সবকিছুর উৎস একক, এবং এই সত্যই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।
এই কারণেই মানবসভ্যতার সমস্ত জ্ঞানশাখার মূল ধারণা— যার মধ্যে "শিল্প"ও একটি— এই একই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।
এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— শিল্প কি সচেতনভাবে মানুষ সৃষ্টি করে, নাকি শিল্প আসলে এক সর্বজনীন সৃষ্টিশক্তি, যা মানুষের মনকে কেবল একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে নান্দনিক রূপে প্রকাশ করে?
এখন, আমার ব্যক্তিগত শিল্পচর্চার মূল ধারণা হল— "আমার ব্যক্তিগত চেতনা, আত্মা, মন, শরীর, মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে কেবল একটি তুলি হিসেবে ব্যবহার করে শিল্পকে নিজে থেকেই ঘটতে দেওয়া।"

আমার শিল্পসৃষ্টির মূল ভাবনাগত কৌশল

প্রাচীন "স্বরযোগ" এবং আধুনিক "কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট"-এর ধারণা, তথা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত "ডাবল-স্লিট এক্সপেরিমেন্ট", যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে উপ-পরমাণু স্তরে পদার্থের অবস্থা ও আচরণ— তা তরঙ্গ হবে না কণা হবে— সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে একজন সচেতন পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণের উপর।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২২ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এই ভৌত নীতিকে পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার জন্য।
তাই, শিল্পসৃষ্টির সময় আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে গভীরতম মানসিক অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখা এবং নিজেকে কেবল সৃষ্টির একটি মাধ্যম হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা, স্রষ্টা হিসেবে নয়। এটি সম্ভব হয় নিজের সমস্ত অহংবোধ সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং বাহ্যিক

বাস্তবতার সব উদ্বেগকে ছেড়ে দিয়ে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় "শূন্য" বা "অস্তিত্বহীনতার" ধারণার উপর ধ্যানের মাধ্যমে, যেখানে শিল্প নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই ধারণাই আমার শিল্পকর্মগুলিকে এক ধরনের নিছক দুর্ঘটনার ফল বলে মনে করায়— যা সর্বদা সচেতন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংক্রিয়তার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম সীমারেখায় অবস্থান করে।

ইন্সটলেশন প্রোজেক্টঃ ডাইনোসরস ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড

দীপায়ন ঘোষ

ডাইনোসরস ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড একটি সাইট-স্পেসিফিক ইনস্টলেশন, যা ভূ-রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা, নগরায়ণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্নিহিত অস্তিত্বগত অস্থিরতার জটিল আন্তঃসম্পর্ককে অনুসন্ধান করে। এটি উদীয়মান অর্থনীতির অন্তর্গত অনুন্নত অঞ্চলগুলির অপ্রকাশিত সম্ভাবনা এবং অনিশ্চিত গতিশীলতার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অ্যালুমিনিয়ামের কঙ্কালসদৃশ কাঠামো দিয়ে নির্মিত এই কাজটি একটি অসম্পূর্ণ স্থাপত্যিক অভ্যন্তরের স্মৃতি জাগায়; এর উল্লম্ব বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে কার্যকরী প্লাস্টিকের চেয়ার এবং শুকনো চা-গাছের শাখা। এর মাধ্যমে দৈনন্দিন ব্যবহারিক উপাদানগুলো একটি ভগ্ন স্থাপত্যভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, যা স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এই ভঙ্গুর কাঠামো দ্রুত নগরবৃদ্ধি এবং স্থানগত অনিশ্চয়তার মধ্যবর্তী অবস্থায় আটকে থাকা শহুরে পরিসরের এক রূপক হয়ে ওঠে। ১৬ ফুট দীর্ঘ হাতে আঁকা ক্যানভাসে স্থানটির ভূপ্রকৃতির একটি আকাশদৃশ্যভিত্তিক বিমূর্ত উপস্থাপনা রয়েছে, যা পরিবর্তনশীল পরিবেশের জটিলতাকে উন্মোচিত করে। এটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে **সংযুক্তকারী অনিশ্চিত করিডরগুলির প্রতিফলন** ঘটায়, যাদের ভূ-**কৌশলগত গুরুত্ব** তাদের সহজে **বিঘ্নিত** হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই নিহিত। এই পরিসরগুলো নগর সম্প্রসারণের ভঙ্গুরতাকে ধারণ করে, যেখানে বৈশ্বিক উন্নয়নের বাহ্যিক আবরণের নীচে অস্থিরতার সম্ভাবনা সর্বদা সুপ্ত থাকে।

ডাইনোসরগুলি—সুপ্ত ভয়ের রূপক দৈত্য হিসেবে—মানব অগ্রগতির নিশ্চিততার ভেতরে লুকিয়ে থাকা অস্বস্তির প্রতি এক ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত প্রদান করে। শিরোনামটি অযৌক্তিকতা ও গভীরতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে, সামরিকতাবাদী আখ্যানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে অস্থির সীমান্তভূমিতে টিকে থাকার প্রশ্নকে এক অস্তিত্ববাদী সমালোচনায় পরিণত করে।দৃঢ়তা এবং জৈবিক পরিবর্তনের সংমিশ্রণের মাধ্যমে **ডাইনোসরস ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড** পরিবর্তনশীল পরিসরগুলোর দ্বন্দ্বময় পরিচয় এবং তাদের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার স্তরসমূহকে উন্মোচন করে।

ALL RIGHTS RESERVED| FOUNDER EDITOR : PUJA SARKAR | EDITOR IN CHARGE : SAMBA PRASAD BISWAS